



কথায় পাতায় যদুবংশ

(A Newsletter of the Delhi Chapter of Alumni Association of NCE Bengal & Jadavpur University)

November 2024 (on the occasion of Bijoya Sammelani)

<https://jualumnidelhi.org>

ডায়মন্ডহারবার-রানাঘাট-তিব্বত

ডায়মন্ডহারবার-রানাঘাট-তিব্বত, মাত্র সওয়া ঘণ্টার পথ। কলকাতা-দিল্লি-আমেরিকা, সেও ধরা যায় ওই প্রায় সওয়া ঘণ্টারই পথ। যত দিন যাচ্ছে, ততই যেন গন্তব্য আরো কাছে চলে আসছে। ইন্সকুল-কলেজের গন্ডি পেরোলেই পাড়ি দেওয়া উত্তর কিংবা দক্ষিণ ভারতের কোনো শহরে। আর যারা উচ্চশিক্ষা সাঙ্গ করেছে পশ্চিমবঙ্গে, তারাও চাকরির খোঁজে বাংলার বাইরে। এই যে আমরা কজন যদুবংশী আজ দিল্লিতে, আমরাও তো এমনি করেই ছেড়ে এসেছিলাম আমাদের প্রিয় শহর। কেউ উচ্চশিক্ষার্থে, কেউবা জীবিকাসূত্রে। মাঝপথে কেউ থেমেছি এখানে, কেউ বাকি রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছেছে বিদেশে। থিতু হয়ে চলছে দু দলেরই দৈনন্দিন যাপন।

তবু মনে রয়ে যায় কলকাতা, আমাদের স্মৃতির শহর। আজ সেখানে এক ধূসর ক্যানভাস। আমাদের মা-মাসি-কাকা-মামারা সেখানে রয়েছেন নিঃসঙ্গ বাড়ির এক চিলতে বারান্দার কোণে, পড়ন্ত রোদ গায়ে মেখে। আমাদের এককালের গমগমে পাড়াতে এমন একটা বাড়ি আর দেখিনা, যেখানে সব কটি জানালায় ঠিকরোচ্ছে আলোর রেখা, উড়ছে পর্দা, ভেসে আসছে টিভিতে খবর, কিংবা গানের সুরে সান্ধ্য রেওয়াজ। অধিকাংশ বাড়ির ওপর তলাগুলিতে ঘন অন্ধকার, তালাবন্ধ, কোনো বাড়ি আগাগোড়াই নির্বাসিত। পুরো শহরটা যেন দিনাবসানের প্রহর গণনায় রত। পরের প্রজন্ম দূরে, বহু দূরে।

দক্ষিণদিল্লির বাঙালি পাড়া চিত্তরঞ্জন পার্ক। লোকমুখে নাম তার মিনি কলকাতা। আমাদের আগের প্রজন্মের

মধ্যবিত্ত বাঙালীর বাস ছিল এখানে। সরকারে উচ্চপদস্থ, শিক্ষায়তনে সম্মানিত পেশাদার বাঙালি গড়ে তুলেছিল এই পল্লীর বাগান ঘেরা ছোট-ছোট একতলা-দোতলা বাড়িগুলি। রাজধানীতে বাঙালি অভিবাসনের তখনই শুরু। আজ সেখানে থাকেন সেই আদি বাসিন্দাদের ছেলেমেয়েরা, মানে আমাদের প্রজন্ম, প্রৌঢ়, অনেকেই অবসরপ্রাপ্ত। আর আছি কিছু সংখ্যক আমরা, মানে প্রথম প্রজন্মের প্রবাসীরা। আমাদের অধিকাংশের ছেলেমেয়েরাই কিন্তু আজ দেশে নেই। পূর্বসূরীদের শুরু করা সওয়া ঘণ্টার পথের বাকিটা সাঙ্গ করেছে তারা। দু' কদম হাঁটলেই আজ দেখা যায় এই পাড়ার বদলে যাওয়া মানচিত্র। প্রতি দু-তিনটি বাড়ি পরেই চলছে ভাঙচুর, নীল টিনের ঘর দিয়ে চলছে নতুন বাড়ির নির্মাণ। এই এলাকাও হতে চলেছে কলকাতার মতো প্রায় বৃদ্ধাশ্রম, খুব দ্রুত।

ডায়মন্ডহারবার অথবা রানাঘাট, যেখান থেকেই তিব্বত-যাত্রা শুরু করি না কেন, চলার পথে থমকে যাওয়াটা অনেকটা যেন একই রকম। আমাদের ফুলপিসি-রাঙামামারা রয়ে গেছেন কলকাতায়, আর আমরা দাদা-দিদির দল ঠিক তেমনি করেই খালি ঘরে বসে আছি দিল্লিতে, জীবনের গোধুলিবেলায়। এক কথায় বলতে গেলে, কলকাতা আর দিল্লির বাঙালিদের মাঝে কেবল এক প্রজন্মের ফারাক, চিত্রটা এক। কলকাতা-দিল্লি-বিদেশ, তিন প্রজন্মের এই যে সওয়া ঘণ্টার পথে পাড়ি জমানো, সে পথে হাঁটতে শুরু করলে আর যে ফেরার উপায় নেই। আছে শুধু দিনান্তবেলায় পথের ধারে পাথর কুড়ানো।

অনিন্দিতা রায় সাহা

(স্নাতক (অর্থনীতি), ১৯৮৭)

ঢাকের তালে

কানাই দাস গত তিরিশ বছর ধরে কলকাতা যাতায়াত করে, বছরে দুইবার। এখন বয়স চুয়াল্লিশ - তার বাবার হাত ধরে, প্রথমবার এসেছিল, যখন তার বয়স চোদ্দ। সেই প্রথম কলকাতায় দুর্গাপূজো দেখা। তারপরে কালীপূজোতে আবার শহরে আসা। সেই থেকে, প্রতিবছর ওই দুর্গাপূজো ও কালীপূজোতে ঢাক বাজাতে কলকাতায় আসে।

জিগেস করলে বলে, "ঘরের লোক ওই গ্রামের পূজোটাই বেশী পছন্দ করে, তবে আপনাদের এই শহরের পূজোতে, মোচ্ছব অনেক বেশী, মেলার মতন, কত মানুষ কত কাজে আসে, সুখ-দুখ নিয়েই মন্ডপে আসে, কিন্তু সবাই হাসিমুখে মাকে পেন্নাম করে, আরতির সময় নাচতে থাকে - এমনিটি আমাদের গ্রামের পূজোতে হয়না বাবু"।

মনে পড়ছে, জিগেস করেছিলাম তাকে, "আপনাদের গ্রামের পূজোতে ভিন্ন কী?"

কানাই বললে, "এই যেমন ধরেন এতো আলোর মালা নেই, এতো রঙিন কাপড় নেই, তবে মন্ডপে গিয়ে যদি বসে বাবু, প্রতিমার থেকে চোখ সরতে মন করেনা, এই এখানে যেমন ওই ধারটাতে বড় মন্ডপে করে গান বাজনা হয়, তখন দেখি সব বাচ্চা বুড়ো মায়ের মূর্তির দিকে পিছন ফিরে বসে, আমাদের পাড়া-গাঁয়ে অমন কেউ ঠাকুরের দিকে পিছন ফিরে থাকে না; তখন সকলকে দেখে লাগে যেন এই পুজো মন্ডপে অভিনয় চলছে শুধু ঠাকুরের কথা যেন মনে নেই কারো! তবে আমাদের সেখানে ও থেটারের মন্ডপে ওই মাঠেই হয় অন্যদিকে - যে দেখবে দেখো গিয়ে, পুজো করতে এসেছো, তো সেখানে মায়ের সামনে অভিনয় কিসের?"

আমি একটু ঠাট্টা করে বললাম, "আমাদের পুজোতে তোমার মন লাগে না তাহলে?"

বললে, "না লাগলে চলে বাবু, রোজগার করতে গেলে মন লাগতে হয়; আরো একটা কথা, এই মা-দুগ্ধা যেমন পাঁচটি দিন আমোদ করতে আসে, আমার ছেলেপিলের মা যে, তারও বছরে কটা দিন একটু আলগা থাকতে লাগে, আমরা ঘরে থাকলে তো সেটি হবেনা বাবু! তো দম পাবে কি করে?"

"হক কথা কানাইদা, বুঝতে পারলাম, মনে রাখবো"।

মন্ডপে তাকিয়ে দেখলাম গৃহিণীরা অনেকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে এসেছেন- কেউ কেউ কানাইদার কথামতো, আলগা-সঙ্গলাভে আঁটোসাঁটো।

ঋত্বিক সেনগুপ্ত (Arch 1993)

দেখে এলাম ধোলাভিরা এবং লোথাল, সিন্ধুসভ্যতার মহান নগরী

গত ডিসেম্বর ২০২৩এ আমাদের বার্ষিক বেড়ানোর গন্তব্য ছিল গুজরাট, যেখানে ভারতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান অবস্থিত। ধোলাভিরা এবং লোথাল। সিন্ধুসভ্যতার সময়কালের এই প্রাচীন শহরদুটি আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনের একটি আকর্ষণীয় আভাস দেয়। ধোলাভিরা এবং লোথাল হল ভারতে অবস্থিত সিন্ধু সভ্যতার এক ঐতিহাসিক প্রমাণ, যেগুলো মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার প্রায় সমসাময়িক।

আমরা ভুজ শহরে পৌঁছে, পরের দিন খুব সকালে রওনা দিই ধোলাভিরা শহরের উদ্দেশ্যে। রাস্তায় পড়েছিল কচ্ছের মহান রাণ। প্রায় চার ঘন্টার মসৃণ সফর। রাস্তার নামও "স্বর্গের রাস্তা" বা রোড টু হেভেন, যেটি কচ্ছ জেলার এক মনোরম জাতীয় সড়ক। এই প্রাচীন শহরটির আরো বৈশিষ্ট্য হল অত্যাধুনিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা, জলাধার এবং জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা, পৃথক আবাসিক এবং বাণিজ্যিক এলাকা সহ সুপরিকল্পিত শহরের বিন্যাস। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সিল, গয়না, এবং মৃৎপাত্রের অনন্য নিদর্শন এখানে খনন করে পেয়েছেন, যার কিছু নমুনা স্থানীয় ASI মিউসিয়ামে সংরক্ষিতও আছে। এটি একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ২০২১সালে নথিভুক্ত হয়। এই শহরটি খৃস্টপূর্বাব্দ ২৯০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল, তারপর এটি বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যায়। আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক শহরটি ও মিউসিয়ামটি বেশ সময় নিয়ে প্রথমে গাইডের সহায়তা নিয়ে, পরে নিজেরা মনোযোগ দিয়ে দেখে নিলাম। জানি না আবার কবে দেখতে পাব। আশা করি আবার আসার সুযোগ হবে।

আমাদের পরের কিছু গন্তব্য দেখে নিয়ে আমরা আবার ফিরে এলাম আহমেদাবাদ শহরে। এবার আমাদের

গন্তব্য প্রাচীন শহর লোথাল। আহমেদাবাদ থেকে লোথাল যেতে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় লাগে। আমরা একটা ওলা ট্যাক্সি করে নিলাম। ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল না, কারণ অনেক ট্যাক্সিওলা ওদিকে যেতে চায় না। আমরা লোথালে পৌঁছে দেখলাম ASI মিউসিয়াম অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ আছে। শুনলাম কাছেই জাতীয় সামুদ্রিক মিউসিয়াম বা National Maritime Heritage Complex খোলার প্রস্তুতি চলছে, এবং পুরানো মিউসিয়ামের সংগ্রহ তাতে রাখা হবে। তাই ASI মিউসিয়াম আপাততঃ বন্ধ। লোথাল সাইটটা ধোলাভিরার মত অতটা বৃষ্টিত নয়। আশেপাশে গাইডেরও দেখা মিলল না। তাই নিজেরাই ভালো করে সময় নিয়ে দেখে নিলাম। লোথাল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন বাণিজ্য কেন্দ্র, যেখানে এককালে একটি ড্রাই-ডকইয়ার্ড বা বন্দর ছিল। এই বন্দরশহরটির আরো বৈশিষ্ট্য হল একটি দুর্গ এবং নিম্ন শহর সহ সুপরিকল্পিত শহরের বিন্যাস, উন্নত জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং স্যানিটেশনের সুবিধা। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সিল, গয়না, এবং মৃৎপাত্রের অনন্য নিদর্শন এখানে খনন করে পেয়েছেন, যার কিছু নমুনা স্থানীয় মিউসিয়ামে সংরক্ষিতও ছিল। অন্যান্য সভ্যতার সাথে এই শহরের সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। এই বন্দরশহরটি খৃস্টপূর্বাব্দ ২৪৫০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল, পরে এটি বিস্মৃতির অন্তরালে চলে যায়। এটি বর্তমানে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ASI) দ্বারা সুরক্ষিত। যাঁরা আহমেদাবাদ শহরে মাঝে মাঝে যান, তাঁরা এই স্থানটি ঘুরে যেতে পারেন। পর্যটকের সংখ্যা বাড়লে স্থানীয় সরকার গণপরিবহনের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হবেন। আমাদেরও আবার যাওয়ার সুযোগ হবে।

অনুপ কুমার দাস (PhD LIS, 2009)

Farewell

With what emotions should I bid you farewell, oh Mother?
My tears have hardened into icy anger, my joys into brittle stones,
For they who chant your name jubilantly as they bear you along
Dutifully ends this charade after every immersion.

With which hands should we bid you farewell, oh mother?
The hands, with which we picked up the drums and *dhunuchi*,
Or that hand, with which we killed and desecrated your
namesake
Whose image forever lives in each and every girl and woman.

In what colours should I smear you, as you depart heavenwards?
The vermilion, the color of my farewell song and final
celebration,
Or the vermilion that shows me my own truth before a mirror,
A fanciful mask worn over a burnt, disfigured face.

When the promises of return we desperately seek
Come out from mouths that are well suited for dialogues
And our bodies become bare as we remove our gaudy costumes,
Then I feel ashamed to call you home again, oh Goddess.

Whose Independence?

That glorious midnight hour hasn't passed
Writhing in acute pain in time's clenched fist
Day refuses to meet its long-sought friend
For her blood is spilt on the horizon of tryst.

They forbade her entry into the kingdom of night
Where thousands Satans roam with lust in their eyes
The splendid moon and stars that flooded her dreams
Were nothing but a spectacle of complete lies.

If days are entitled to be seen with naked eyes,
Then why should nights be observed with magnified lens?
Her moon that dangles from the edge of the sky,
Cries aloud in thunderous voice, "Whose independence?"

The Goddess for whom they fought for years,
Scornfully laughs seeing today's hollow pretense
When their chests swell in pride as tricolor flutters,
She screams, "Is this really my Independence?"

Sougato Basu

(s/o Chandan Basu, CE 1982)

A Fresher, a Rector, and Ragging

It was a muggy day in July 1961. At merely sixteen and a half, I was excited, thrilled, and fearful, all at the same time. I was going to attend the "Fresher's Welcome", my first day at the college, straight from a school at Howrah, after finishing class XI, Higher Secondary¹!

I wore my first trousers, white readymade cotton, and a white Twill shirt with a half-sleeve, starched that made me sweat but it didn't matter. After all, I was entering the portals of a hallowed university to pursue engineering, which would eventually take me to work across continents. But today it was about the unknown, trembling with fear.

Would I be ragged? How?

With a few more entrants whose hearts beat well above 85 bpm, I reported at the Admissions Office of the majestic Aurobindo Building. We were asked to go to the new Engineering Science Building, where fitments were still going on. There were 75 entrants, 25 each from Civil, Electrical, and Mechanical Engineering. Some seniors—*Dadas*—we would call them later—

asked us to stand in rows. We were told to wait for the Rector.

Rector, who? Why?

In less than twenty minutes, close to noon, a bald man in thick glasses came, with two other Professors in tow. One Dada whispered, "Dr. Triguna Sen, our Rector will address you fools".

Then came the voice; oh, what a booming voice! After a short welcome speech, each of us got a red rose! We then entered the ground floor hall and were asked to sit on the floor in neat rows. The seniors served us lunch and Dr. Sen served us himself.

There was no ragging in the 1961 batch of entrants. How could it be?

Biswanath Datta (CE 1966, MCE 1970;

Author of the book "The Autumn Leaves: Stories of Myriad Hues", available on Amazon.in)

¹ Higher Secondary concluded after class XI in 1961, West Bengal; Engineering was five years' duration at that time.

Our Upcoming Events

Event	Tentative Date	Conveners/ Sub-Committee Members
Bijaya Sammilani	10 th November 2024	Soumitra Bhattacharyya
Annual Seminar on “Sustainable Way: Opportunities to Embrace a Brighter Future”	21 st December 2024	Pradipta Dutta, Manabendra Chakravarty, Kasturi Mukhopadhyay, Jaydeep Bhattacharya
Dr. Triguna Sen Memorial Lecture	3 rd Week of January 2025	Pradipta Dutta and Sandipan Bhattacharya
Annual Picnic	February 2025	Srabani Biswas
Outbound Tour (2D/3N), an away trip with members and their families	March 2025	Sumit Chanda
Heritage/Nature Walk	March 2025	Debdatta Roy
HOBNOB 2025	May 2025	Manabendra Chakravarty
AGM (2024-25)	June 2025	Ritwik Sengupta

Welcoming Our New Members

Abhijit Basu, MBA 1993
 Abhik Das, ME 2003
 Aloka Bhattacharya, MA-IR 1987
 Amit Kumar Pramanik, IEE 1989
 Arnab Mukherjee, FTBE 2004
 Arpan, IEE 2009
 Ashes Mukherjee, ME 1988
 Ashish Das, ME 1988
 Asit Jana, PE 1995
 Biswapriya Mukherjee, EE 1988
 Bodhisattwa Das, CE 2018
 Dr. Anindita Roy Saha, BA Econ 1987
 Dr. Anirban Ganguly, PhD Phil 2012
 Dr. Arup Kumar Das, EE, 1988
 Dr. Chandrima Das, BA Clit 2009

Dr. Indranil Chowdhury, BA Econ 1996
 Dr. Jaydeep Bhattacharya, MTech Bio 2003
 Dr. Joydeep Sen, MSc Geol 1990
 Dr. Sougata Mukherjee, CS 1988
 Dr. Sukanya Das, PhD Econ 2009
 Dr. Uttiya Bhattacharya, ChE 1986
 Kalyan Raychaudhuri, EE 2004
 Parthasarathi Mandal, IEE 2008
 Rajesh Debnath, ChE 2004
 Rajshekhar Ghosh, FTBE 1955
 Rimpa Saha Chakraborty, IEE 2005
 Rupa Das Sarkar, LIS 2013
 Samit Paul, EE 1988
 Sudeshna Das, FTBE 2004



Executive Committee Members and Advisors of AANCEBJUDC, 2024-25

Chalo Arunachal: A Tour Diary

The State of Arunachal has always held a special place in India's geopolitics. Also the land holds natural charms and beauty beyond beautiful for the leaden footed dwellers of plains. The name of the state itself states that it is the land of the Sun (Arun) and in India the Sun throws its first rays in this State which has mountains, peaks, valleys, rivers, forests, lakes and the like. It also has borders with three countries viz Bhutan, Tibet/China and Myanmar.

Four families from our august complex of, Jal Vayu Towers New, ventured out to Arunachal with some more friends and families who joined from various parts of India and also from far away Canada. The team was to explore one of the most beaten tracks for travelers to the most famous town of the State, Tawang, which holds a special place in India's history. The place through which the Chinese Army came to India on 21 October 1962 taking the ill equipped and ill armed Indian Army by surprise. But that's another chapter.

We took a flight on a bright sunny day and landed at Guwahati, the capital of Assam. There we were met by the other six couples who had come from different parts of India and one couple from as far away as Canada. This city of Guwahati still has plenty of water bodies. Here we visited two main temples, Maa Kamakhya temple and the Umananda temple.

Umananda Temple is situated on an island which is about half hour sailing time from the Guwahati Boat Club jetty. A power boat with a capacity of 35 passengers was chartered to take us to the island and back. It was evening by the time we boarded the boat and we came back at twilight witnessing the sun set over the Brahmaputra River. An ethereal scene where the last rays of the sun were gliding over the water with bright orange and ochre reflections entertaining us in all their glory. The temple in the island is situated on top of a hillock and one had to climb quite a lot. All the ladies were gutsy and the menfolk too and everybody took it in their stride.

Next morning, we went for Darshan of Maa Kamakhya at the famous Kamakhya Mandir. The temple is on a hill top and is much revered. It can now be reached by cars, vans and busses but in the olden days one had to trudge all the way up on foot. In the temple we circumvented the long queues through the help of a good Samaritan who introduced us to a priest of the temple, who in turn put us in a shorter queue for which we had to pay Rs 500.00 each. We finally went to the sanctum sanctorum and also had Darshan of Maa Lakshmi and Saraswati at the end of the cave. The last part of the passage was rather steep going down and narrow. But everyone in our group could pay their obeisance to the Goddess in a very satisfactory manner. One thing to note is that animal sacrifice is still in vogue in the temple.

Next day after a hearty breakfast we started on our journey by road on two 'Traveller's. Not a very comfortable proposition as leg space and moving space was restricted and the last row of seats was used for keeping luggage. Nevertheless, we carried on regardless and started on from Guwahati to Tawang. Our first night halt was at Tezpur. Next day after crossing the Assam – Arunachal border we visited the Botanical Gardens at Bhalukpong. Also known as the Orchid Research Centre at Tippi, the garden has a great collection of orchids which we enjoyed seeing their different colours and shapes. By evening we reached Dirang, a quaint town with a very reputed Monastery situated on top of a hillock. We stayed in a home-stay next to Dirang river. The soft musical rolling noise of the water flow was very soothing to our ears and the visual sight of the river flowing in the background of hills during breakfast time is beyond description.

On the way to Tawang from Dirang we passed through 'Jaswantgarh' near Sela Pass (13700 Feet). The memorial at Jaswantgarh is dedicated to the martyrs of 1962 war with China. Here a dedicated Chinese attack was foiled by the troops of 4 Garhwal Rifles. The memorial is named after Rfn Jaswant Singh Rawat who was awarded Maha Vir Chakra (MVC). The Battalion also got two Vir Chakras and other awards. At Sela Pass there is a beautiful fresh water lake with crystal clear water where we saw some people boating. We had nice snacks with hot tea/coffee at the Army operated restaurant 'Baisakhi'. There is also a hut for souvenirs and trivia. From here towards Tawang enroute we went to Nuranung Falls also known as Jang Falls. The water fall was from a great height and the surroundings are very scenic.

On reaching Tawang the next day we checked in our home-stay. Tawang is at a height of 11400 feet. Hence pretty cold. We saw students going to school in their school uniforms. We could over hear groups of boys and girls on the way to school actively engaged in constructive discussions on subjects as varied as Science, Environment and Politics. It gave an impression that future of India will be in good hands.

Next day we visited Indo China border at the Bumla Pass at a height of 15200 feet. The sun was bright, the sky was clear but the weather was cold. We could see the expanse in front – the Indo – Tibetan Chinese border. Our group was guided by a Junior Commissioned Officer of the Indian Army, He was very knowledgeable and described to us very nicely the sequence of events during the War of 1962. The Indian Army maintains a contingent at the Pass and Check posts and Bunkers all along the border. We enjoyed Army's hospitality in the form of a Souvenir shop and a tea/coffee point. We indulged in some non-planned purchases at the souvenir shop just to contribute a little to the Army's efforts of maintaining the facilities.

Across the border we saw the glum faces of the soldiers on the other side. There was not a single tourist as we had in our side. It seems that their government does not allow tourists to come.

Having been at Bumla Pass for a while it was time to return back. We took in the ambience, the vast expanse of the hills around and the sanctity of the land which we so dearly love and are prepared to give the supreme sacrifice, if need be, to defend it. We bade farewell to few of the Army personnel whom we befriended and wished them safe stay and nice meeting with family when they go on leave. We have to give a thought as to how hard and difficult our Army and Border Roads Organization (BRO) personnel are working round the clock 24x7 to keep our remote border areas safe and connected.

The story of Tawang would not be complete without mention of the Monasteries. Religion of most of the people in Arunachal is Buddhism (just like in Ladakh). There are monasteries in almost every place. The monasteries at Tawang have history of their own. The main Monastery of Tawang is situated on a hill top and commands a picturesque view of the valley. It is the largest one in the area and has a township of its own surrounding it. There is a Museum in the monastery premises which houses old artifacts and photographs of historical importance. The Coffee shop (run by monks and nuns) at its entrance offers exquisite traditional fare. Then there is the Urgelling Monastery in the suburb which is the birthplace of the 6th Dalai Lama in 1683. The room is still maintained in the same manner except that large paintings of Dalai Lamas adorn the walls and electricity has crept in in the form of light bulbs. This is the oldest monastery in Tawang built in 1487 AD. In the courtyard few ladies were preparing for a religious function to be held two days hence with children frolicking and playing around the periphery. One of the ladies, a CRPF personnel on leave could speak Hindi and at our request arranged an impromptu dance number with her friends. Some of us joined in. Great experience. Then there is the Ani Gompa Monastery which is run by female monks. They are inducted at a very young age when they are around seven years old and they grow up in that order. All the monasteries have their own villages around them with the people all involved in work for the monasteries. All are involved in doing various chores for the monasteries. Every monastery has tapestries of their own and Thangka paintings.

Arunachal has a charm of its own with extensive natural beauties with hills and rivers and lakes and forests. The people are very helpful and simple minded and always happy and smiling. Arunachal will always have a special place for people from other parts of India who can do well to understand the land and psyche of the local people.

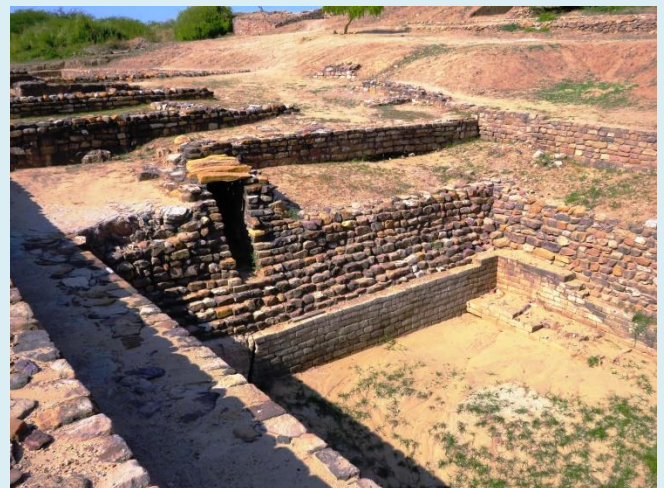
In the last few days we were so engrossed with the land and its people and places of historical importance and scenic beauty that we did not realize that time had come to retrace our journey back to the plains. With a heavy heart we bid adieu to Tawang and started our travel back to Guwahati. En route we stayed at Tenga for a night. The hotel was next to a babbling brook and the non-stop noise of flowing water was music to our ears. After a good breakfast at Tenga we came back to Guwahati to catch our flight back home.

All good things have to come to an end and we left with sweet memories and loads of photographs.

Cdr Samir Roy Choudhury (EE 1968)



Sunset in Bhuj, Gujarat



Indus Valley Civilisation in Dholavira, Gujarat



A Sculpture in
Hutheesing Jain Temple, Ahmedabad, Gujarat



A Sculpture in Rani Ki Vav, Gujarat
[Photography: Anup Kumar Das]